R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোর্স্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬২শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৭শে জৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
১১ই জুন ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

সি এম ও এইচ বন্ধু মম, স্বেচ্ছাচার মূলধন। আমি কি ডরাই সখা খবরের কাগজে ?

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৮ জুন—আপনারা যতই আজেবাজে খবর ছাপুন, আমার কিসূস্থ বিগড়াবে না। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক আমার বন্ধু, সুতরাং ওষুধ কম দিই বা যা খুশী তাই করি, আপনারা আমার কিছু করতে পারবেন না। এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিতে পারেন। গতকাল জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের একটার পরিবর্তে আধখানা ট্যাবলেট দেওয়ার ব্যাপারে জনৈক সাংবাদিক এস ডি এম ও ডাঃ ধনঞ্জয় সাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি উত্তেজিতভাবে এই মন্তব্য করেন। তাঁর মন্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানার জন্য আজ আমি তাঁকে ফোন করি। কিন্তু জঙ্গিপুর সংবাদের নাম শুনে তিনি (ডাঃ সাহা) অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে যিনি ফোন ধরেন, মিনিট পাঁচেক পর তিনি ডাঃ সাহার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা আমাকে জানান। অথচ আমি যখন তাঁকে ফোন করি তখন তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন এবং হাসপাতালেই ছিলেন।

আজ একজন রোগী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে রঘুনাথগঞ্জ এক নম্বর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি এ্যামবুলেনস্ পাঠানোর জন্য হাসপাতালে ফোন করেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফ্লাড ফ্ল্যাশ ড্রেনে পড়ে বালকের মৃত্যু

জঙ্গিপুর, ৭ জুন—গেল শনিবার দুপুরে এই পুরসভার ছোটকালিয়ায় জল নিকাশী নালার (ফ্লাড ফ্ল্যাশ ড্রেন) একটি গর্তে পড়ে গিয়ে পাঁচ বছর বয়সের এক বালকের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। বৃটিশ আমলে ম্যালেরিয়া রোধে বন্যা ও শহরের দূষিত জল বার করে দেওয়ার জন্য এবং পরিষ্কার জল প্রবেশ করানোর জন্য নালাটি খোঁড়া হয়। তারপর থেকে এতগুলো বছর সংস্কার বা দেখাশোনার অভাবে নালাটির পরিণতি অত্যন্ত দুঃখজনক। যদিও নালাটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে রাজ্য সরকার ও জঙ্গিপুর পুরসভার উপর যৌথ-ভাবে ন্যস্ত। যাঁর যখন প্রয়োজন হয় তিনিই তখন নালা থেকে মাটি কাটেন, ইট-টাল তৈরী করেন ও বিপজ্জনক গর্ত খুঁড়ে রাখেন। সে রকমই এক গর্তে পড়ে বালকটি সেদিন মারা যায়। নিজের জীবন দিয়ে সে প্রমাণ করে দিয়ে যায় যে, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির সুযোগে সুযোগ-সন্ধানী পুরবাসীরা এর মত একটা সমাজ বিরোধী কাজ করতেও দ্বিধা করেন না।

গৃহহীনে গৃহ দান, বেকারে ছাগ-মুরগী

বিশেষ প্রতিনিধি, সাগরদীঘি : এই ব্লকের ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য ৫৮৭টি গৃহ নির্মাণের একটি প্রকল্প সম্প্রতি রাজ্য সরকারের অনুমোদন লাভ করেছে। সরকারী খাস জমিতেই বাড়ীগুলি তৈরী হবে। চারটি করে দেয়াল তৈরী করে দেওয়া হবে এবং ছাউনির জন্য প্রত্যেককে নগদে ১৫০ টাকা করে এককালীন অনুদান দেওয়া হবে। প্রথম পর্যায়ে জিনদীঘিতে ৪৬, সাওরাইলে ৪০, বংশীয়াতে ৪০, বলরামবাটীতে ২৫ ও হুঁকারহাটে ২০টির মধ্যে বর্ষার আগে ১৫০টি বাড়ী তৈরীর কাজে ইতিমধ্যেই হাত দেওয়া হয়েছে। নিউজ ব্যুরোর একটি খবরে প্রকাশ, মুর্শিদাবাদ জেলার ভূমিহীন কৃষিজীবীদের জন্য গৃহ নির্মাণের জমি বন্টনের উদ্দেশ্যে ২.৭৮ লাখ টাকা দেওয়া হয়েছে। এতে এই জেলার দু'হাজার ভূমিহীন কৃষিজীবী উপকৃত হবেন।

জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক সূত্রে প্রাপ্ত অপর এক সংবাদে প্রকাশ, স্ব-নির্ভর প্রকল্পে সাগরদীঘিতে প্রায় দেড় লাখ কূপ খননের কাজ এ বছরই শেষ করা হবে। আদিবাসী বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য পশুপালন প্রকল্পে এই ব্লকের মণিগ্রামে ছাগল এবং চাঁদপাড়া (সাগরদীঘি ব্লক) ও ফরাক্কায় মুরগী দেওয়া হবে।

নতুন উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র : রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের বাড়ালায় শিগ্‌গিরই একটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণ করা হবে বলে নির্ভরযোগ্যসূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। এ বাবদ ২,১১,৩২৮ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অরঙ্গাবাদ টি-বি চেষ্ট ক্লিনিক নির্মাণের জন্য ২,২৮,৫৬৭ টাকা খরচ করা হয়েছে।

'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'

বিশেষ সংবাদদাতা : গেল ডিসেম্বর মাসে জঙ্গিপুর সংবাদে 'পুলিশ কিছুই জানে না!' শিরোনামায় প্রকাশিত সংবাদে শহরে যে রকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে গেল। সেদিন ওই খবর পড়ে অনেকেই জানতে চেয়েছিলেন, কোন্ গাড়ী জাতীয় সড়কের উমরপুর আর কাঁকুড়িয়া ফারমের মাঝে সেই পাঁচ বছরের নিষ্পাপ শিশু অনিল সেখকে চাপা দিয়ে এই শহরে পালিয়ে এসেছিল ? সেই খবরে গাড়ীর বর্ণনা পড়ে (মাথায় লাল আলো, শহরের কোন উচ্চপদস্থ সরকারী আমলার গাড়ী) মহকুমা শাসক পর্যন্ত খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। কেন না বর্ণনা অনুযায়ী গাড়ীটি তাঁরই হওয়া উচিত। তিনি ঘটনার দিন অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর ছুটিতে ছিলেন, তাই কিছু জানতেন না। পুলিশ পুরো ব্যাপারটা চেপে যাবার চেষ্টা করছিল। জঙ্গিপুর

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
জেনারেল মার্চ্চেণ্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

দেবেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৭শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

না বিদ্যুৎ না কেরোসিন

লোড শেডিং নামক শব্দটি বহু-উক্ত ও বহুশ্রুত। নির্গলিতার্থ—বিদ্যুৎ সরবরাহ দফায় দফায় বন্ধ। ফল—নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। বিজলী বাতির চমকে পুলকিত দর্শনেন্দ্রিয়-স্নায়ুসমূহ বিজলীঝিলিক অভাবে বাতি জ্বালাইবার সার্বজনীন সহায় আধুনিক কেরোসিন বলিয়া চিহ্নিত এক অবিশুদ্ধ তরলের দাহান্তিক আলোকসম্পাতকে মানিয়া লইতে নারাজ। রাজ্যের শহরাঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বহুলাংশে ব্যাহত। কাজকর্ম, উৎপাদন, সেবাদান ইত্যাদি বিপর্যস্ত। বিভিন্ন সময়ে বহু প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও বাংলার গ্রামসমূহ ভাগ্যে বিদ্যুতায়িত হয় নাই। হইলে তাবৎ গ্রামগুলির মানুষকে বৈদ্যুতিক রসিকতা সহিতে হইত। অপদার্থ কেরোসিনও অপ্রাপ্তব্য। আগের মত মুদিখানার দোকানগুলিতে ইহা প্রয়োজনমত সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। কাঞ্চন-কুলীনরা ইহার অভাববোধ করেন না। 'রামা কৈবর্ত,' 'হারু শেখ' পাত্তা পাইবে কি প্রকারে? সম্বল রেশন কার্ড পিছু আধ লিটার ব্যবস্থা। তাই গ্রামের মানুষ ও শহরের মানুষ আজ 'দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে'। কোথায় সেই হাতীমার্কা, চাবিমার্কা, চাকামার্কা নূতন টিনভরা কেরোসিন সরবরাহের জন্য গ্রাহকমন সিক্ত করিবার বিজ্ঞাপনের দিনগুলি। এসো বলুন, ইন্‌ডিয়ান্ অয়েল বলুন আর বার্মাশেল বলুন শুধু স্মৃতিতে শেল হানে বুকে।

রাজ্য বিদ্যুৎমন্ত্রী মহোদয় বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারগণের সহিত বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গসম অজস্র বৈঠক করিলেন। প্রায় দুই মাস একই অবস্থা চলিতেছে। আলোচনা নাকি ফলপ্রসূ হইতেছে না। তাই চলিতেছে নিয়মমাফিক কাজ—লোড শেডিং এর অগ্রদূত। ফলশ্রুতি: ঘন ঘন অন্ধকার ঘনাইয়া আসে। এই নিবন্ধ রচনার সময় খবর মিলিল যে, বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারগণের আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইয়াছে।

সঙ্ঘ-সমিতি-ইউনিয়ন মাধ্যমে সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারী দাবী পূরণের নানা অস্ত্র প্রয়োগ করেন উভয় শ্রেণীর মালিকপক্ষকে। ডেপুটেশন, অবস্থান, অনশন, মিছিল, বন্‌ধ, ধর্মঘট, নিয়মমাফিক কাজ ইত্যাদি অস্ত্র প্রয়োগে মালিকপক্ষকে ঘায়েল করিবার বন্দোবস্ত করা হয়। অর্থাগমের নানা 'কনসার্ন' মালিকপক্ষের থাকে বলিয়া অবস্থা চরমে না উঠা পর্যন্ত ছিটেফোঁটা মিলে না অস্ত্রধারীদের। দুর্গতি বাড়িয়া চলে অগণিত সাধারণ মানুষের। তাহাদের কথা কে ভাবে? আলোচ্য লোড শেডিং অভিনন্দিত হইত যদি কেরোসিন সংগ্রহে অসুবিধা না থাকিত। আমরা বলি—কলকারখানা ডায়নামোর বিদ্যুতে চলুক, পর্যাপ্ত—কেরোসিন (অপদার্থ নহে) সরবরাহ করা হউক। বিদ্যুতের হাহাকার থামিয়া যাক।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

জমি বণ্টনে প্রহসন

১৯৬৮ সাল থেকে হিলোড়া মৌজায় ৪ একর ৯৪ শতক খাস জমি কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি সরকারী দপ্তরে উৎকোচ দিয়ে বেনামে ভোগ করছিলেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত খবর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের পর তখনকার মহকুমা শাসক হরিবন্ধু নায়েক ঐ জমি উপযুক্ত বণ্টনের ব্যাপারে তৎপর হন। কিন্তু ঐ প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ হাইকোর্ট করায় জমি বণ্টন স্থগিত থাকে। বর্তমানে ঐ জমি ভূমি রাজস্ব মন্ত্রীর তৎপরতায় সরকারের হাতে উপযুক্তভাবে বণ্টনের জন্য ন্যস্ত হয়েছে। বর্তমান মহকুমা শাসক নরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথন এ ব্যাপারে সম্যক জানেন। তাঁর কাছ থেকে ঐ জমি ১৪ জন ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের জন্য নির্দেশও এসেছে। আমি সেই নির্দেশনামা দেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার ঐ নির্দেশনামায় যাঁদের নাম আছে তাঁদের মধ্যে তিনজন জমির মালিক, অথচ তাঁরা জমি পাচ্ছেন। গ্রামে এখনও বেশ কিছু ভূমিহীন আছেন, তবু তাঁদের মধ্যে জমি বণ্টনের নির্দেশ আসেনি। শোনা গেল মহকুমা শাসকের অফিসের বড়বাবু নবনী মাঝির সহায়তায় ঐ জমির মালিকরা নিজেদের ভূমিহীন পরিচয় দিয়ে জমি হস্তগত করেছেন। এখন আমার প্রশ্ন, খাস জমি কাদের মধ্যে বণ্টন হবে; ভূমিহীনদের মধ্যে না ভূমি যাঁদের আছে তাঁদের মধ্যে? মহকুমা শাসক যদি এদিকে নজর দেন ভাল হয়। কেন না শোনা যাচ্ছে। আরও খাস জমি হিলোড়ায় বণ্টন হবে। সুতরাং এখন থেকেই এ দিকে নজর না দিলে সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে খাস জমি বণ্টন করছেন তা প্রহসনে পরিণত হবে। —চন্দ্রশেখর ঘোষ, হিলোড়া।

গুপ্তজ্ঞানের গুপ্তকথা

৯ বৈশাখ জঙ্গিপুর সংবাদে সত্যনারায়ণ ভকত লিখিত 'শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য—৩' শিরোনামায় 'কৌতূহল মেটাতে যৌনশিক্ষার প্রয়োজন আছে' নিবন্ধটি পড়ে লেখককে ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারলাম না। আমি একজন অভিভাবক হিসেবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, ১৯৭৪ সাল থেকে স্কুল ফাইনাল পাঠ্যসূচীতে দশম শ্রেণীর 'জীবন বিজ্ঞান' বইখানিতে বহু আলোচিত যৌনশিক্ষার অধ্যায়টি স্থান পেয়েছে। বইটিতে গুপ্তজ্ঞানের আলোচনা ছাড়াও একাধিক ছবি দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানের বেশীর ভাগ শিক্ষাই হাতে-কলমে হয়ে থাকে। কাজেই আমার জিজ্ঞাস্য, যাঁরা এই পাঠ্যসূচীতে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্তির অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের ছেলেমেয়ে এই বিষয়ে বুঝতে চাইলে অথবা হাতে কলমে শিখতে চাইলে তাঁরা সেভাবে বোঝাতে বা শেখাতে পারবেন কি?

—লোহারাম সাহা, সাগরদীঘি।

শিক্ষক চাই

ডেপুটেশান ভ্যাকান্সীতে একজন বি, এস, সি শিক্ষক আবশ্যক। ট্রেণ্ড অগ্রগণ্য। ২০-৬-৭৫ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত করুন।

সম্পাদক
ডি, বি, এস, জুনিয়ার হাই মাদ্রাসা
পোঃ দোগাছী, জেলা মুর্শিদাবাদ

চাল ধরতে গিয়ে এন ভি এফ-এর নাকাল

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ জুন—আজ মিত্রপুরে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ সীমান্তের চেকপোস্টে এই থানা এলাকায় ঢুকে সাইকেলওয়ালাদের কাছ থেকে চাল কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে ব্যাপারীরা দু'জন এন ভি এফ ও দু'জন সশস্ত্র সেপাইকে পাকড়াও করে। মাঝ পথে সেপাইদের ছেড়ে দিয়ে ওরা এন ভি এফ দু'জনকে নিয়ে এসে হাজির হয় এখানকার তুলসী-বিহার বাড়ীতে। কংগ্রেসীদের হস্তক্ষেপে এখানে একটি বিচার-সভা বসে। ওদিকে অপহরণের খবর পেয়ে মুরারই থেকে একজন দারোগা

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

মহা উদ্ধারণ

তাঁরা কাদের হোম গার্ড দিতেন? জানা গেল—ডাইরেক্ট বসদের। ৭ জুনের পূর্বে রঘুনাথগঞ্জ থানার ১৬৯ জন হোম গার্ডের 'নাই কাজ তো খই ভাজ' ডিউটি ছিল পালাক্রমে অথবা বাছাই হয়ে। স্ব-ডেজিগনেশন রূপায়িত করতেন তাঁরা বসদের বাজার করে দিয়ে কিংবা কোন মিসেস বস্-এর তাগিদে ছেলেটা ধরে, যেহেতু হাতের কাজ সারতে হবে। আপদ্ধার স্তবে সাড়া দিলেন মহকুমা পুলিশ অফিসার ৭ জুন থেকে রাস্তার মোড়ে মোড় হোমগার্ডদের ডিউটিতে দিয়ে।

ইডিয়েট, ননসেনস্

নিজস্ব সংবাদদাতা: 'রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরের লোক সব ইডিয়েট।' —কি বল্লেন? 'ঠিক বলেছি।' —এভাবে বলবেন না। 'একশ'বার বলব।' —চুপ করুন, আপনি একটা ননসেনস্।

এরপর উত্তেজনা চরমে উঠলো। রঘুনাথগঞ্জের তরুণ চিকিৎসক কলার চেপে ধরলেন সেই চিকিৎসকের, যিনি রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরের লোককে ইডিয়েট বলে অপমান করলেন। চিকিৎসক দু'জনের একজন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের ডাঃ অরুণকুমার রায় চৌধুরী, অপরজন স্থানীয় ডাঃ অনন্ত চন্দ্র। শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় চৌধুরী স্বকীয় ভুল বুঝতে পারলে ডাঃ চন্দ্র ক্ষমাঘেন্না করে তাঁর কলার ছেড়ে দেন। গত সপ্তাহে হাসপাতালেই ঘটনাটি ঘটে।

মহকুমা শাসক সৌহার্দ্য চান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১০ জুন—অবশেষে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে জঙ্গিপুরের তরুণ মহকুমা শাসক নরসিংহম ভেঙ্কট জগন্নাথন স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও সাংবাদিকদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে চান। তিনি সৌহার্দ্য চান, ভ্রাতৃত্ব চান, হৃদ্যতা চান। আজ জেলা সাংবাদিক সংঘের সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য তাঁর সাথে দেখা করে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই প্রস্তাব করলে তিনি এতে রাজী হন। এখানে উল্লেখ্য, রবীন্দ্র ভবনের সাধারণ সভায় তিনি জঙ্গিপুর সংবাদ সম্পাদক অনুত্তম পণ্ডিতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং জেলা ও মহকুমা সাংবাদিক সংঘ উপর মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও তাঁর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। ঘটনার কয়েকদিন পর দুর্ব্যবহারের কারণ সম্পর্কে মহকুমা সাংবাদিক সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক সত্যনারায়ণ ভকতের প্রশ্নের উত্তরে জগন্নাথন জানান যে, রবীন্দ্র ভবনের সাধারণ সভায় তিনি 'ইরিটেটেড' হয়ে গিয়ে কাণ্ডটি করে বসেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় এ দিন তাঁকে বেশ অনুতপ্ত বলে মনে হয়। কেন না, একটি কথা তাঁকে বার বার বলতে শোনা যায়, 'আমি বাইরের লোক, এখানে চাকরি করতে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে আমার কোন বিরোধ থাকার কথা নয়।'

মহকুমা শাসক মামলাও চান : জগন্নাথন শুধু সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব বা হৃদ্যতাই নয়, মামলাও চান। গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদে প্রকাশিত দুর্মুখের জগন্নাথ-স্তুতির ছড়াটির জন্য তিনি জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক হিসেবে নয়, তামিলনাড়ুর ব্যক্তি এন ভি জগন্নাথন হিসেবে জঙ্গিপুর সংবাদের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা রুজু করতে চান। এ কথা তিনিই বলেছেন।

বৌ-এর হাতে শাশুড়ী খুন

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ জুন—গত শনিবার এই থানার জোতকমল-কাঁসারীপাড়া গ্রামে নিজের ছেলের বৌ-এর হাতে বৃদ্ধা শাশুড়ী খুন হন অত্যন্ত নৃশংসভাবে। খবরটা এখনও পুলিশের কানে পৌঁছায়নি। গোপন সূত্রের খবরে প্রকাশ, বেশ কয়েকদিন থেকেই শাশুড়ী-বৌ-এ কোন কারণে মনোমালিন্য চলছিল। বৌ শাশুড়ীর উপর রাগ করে তিনদিন ভাত পর্যন্ত খায়নি। ঘটনার দিন অবস্থা চরমে উঠে এবং বৌ গলা টিপে শ্বাসরোধ করে শাশুড়ীকে খুন করে। খুন করার পরও মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বৌ শাশুড়ীর মৃতদেহে এলোপাথারি ছুরি চালায়। পুলিশের ঝামেলা এড়াবার জন্য গ্রামবাসীরা পরামর্শ করে বৌটিকে তার বাপের বাড়ী আহিরণে পাঠিয়ে দেয়। তার স্বামী চাকরি করে ফরাক্কায়।

শিলিগুড়ির নরক থেকে মাসী বোনঝি উদ্ধার

সাগরদীঘি, ৬ জুন—আপনারা ৪ জুনের জঙ্গিপুর সংবাদে যখন এই থানার ব্রাহ্মণীগ্রামের সুরমা ও সুমেরাকে শিলিগুড়িতে বিক্রীর খবর পড়ছেন, সাগরদীঘি পুলিশের একজন এ এস আই ও দু'জন কনস্টেবল তখন শিলিগুড়ি পাড়ি দিয়ে তাদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন। পুলিশী সূত্রের খবরে প্রকাশ, ধৃতা সখিনা বিবি ও তার ছেলের স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করে ৩ জুন তাঁরা শিলিগুড়ি যান। ৪ জুন সেখানকার একটি পতিতালয় থেকে পুলিশ তাদের উদ্ধার করে। সেই বাড়ীর মালিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে যে, মাত্র ১১০০ টাকায় সখিনা বিবি সুরমা খাতুন ও বোনঝি সুমেরা খাতুনকে সেখানে বিক্রী করে। গতকাল তাঁরা এখানে ফিরে আসেন এবং আজ তাদের জঙ্গিপুর আদালতে হাজির করা হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামে মুর্শিদাবাদ

লেখক—প্রফুল্লকুমার গুপ্ত

১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনা-বহুল ইতিহাসে মুর্শিদাবাদ জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি প্রামাণ্য দলিল বিশেষ। আজই সংগ্রহ করুন। [দাম মাত্র সাত টাকা]

প্রাপ্তিস্থান : ভুজঙ্গভূষণ কুণ্ডু, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ (বহরমপুর) ও বুক সেণ্টার, ৮বি/১, টেমার লেন, কলকাতা-৯

বাঘের ঘরে ঘোগ

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ জুন—আজ এই থানার একজন এ এস আই সাদা পোষাকের কয়েকজন পুলিশ নিয়ে হঠাৎ ছায়াবাণী সিনেমায় হানা দিলে ৪ জন টিকিট চোরাকারবারী হাতে-নাতে ধরা পড়ে। ধৃতদের মধ্যে একজন সিনেমা হলেরই কর্মচারী, নাম কালীপদ ভাস্কর। বুকিং অফিসের কাউনটার থেকে কিছু টিকিট বাইরে এনে চড়া দামে বিক্রীর সময় তারা পুলিশের খপ্পরে পড়ে। বাইরে 'হাউস ফুল' লেখা থাকলেও ভেতরে অনেক আসন খালি ছিল বলে জানা যায়। ধরপাকড়ের ভয়ে কিছুদিন বন্ধ থাকলেও রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরের প্রেক্ষাগৃহ দু'টিতে আবার ধূমপান শুরু হয়েছে এবং ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, মধুপুর ও বেনিয়াগ্রামের প্রেক্ষাগৃহগুলিতে অবাধ ধূমপান চলছে বলে জঙ্গিপুর সংবাদের ভ্রাম্যমান প্রতিনিধি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানিয়েছেন।

সাসপেনসন আদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ জুন—এই থানার সাব-ইনস্পেকটর পতিতপাবন ঘোষের আবেদনক্রমে কলকাতা হাইকোরট তাঁর সাসপেনসন আদেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন গত মঙ্গলবার। কৃষ্ণশাইলের এক মারামারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে এম এল এ'র সঙ্গে বিরোধ বাধলে ঠিক কুড়ি দিন আগে তাঁকে সাসপেনড করা হয়। এ খবর লেখা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞাটি পুলিশ সুপারের কাছ থেকে এখানে এসে পৌঁছয়নি।

বিজ্ঞপ্তি

জঙ্গিপুর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের সাগরদীঘি থানাধীন হরহরি গ্রামে M. R. Licence No. 40/G/A মহঃ নূরুদ্দিন মিরজা নামে যে রেশন দোকানের ডিলারশীপ ছিল, উহা গত ২৭শে মে হইতে সাগরদীঘি সাব-রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত পাওয়ার অব এ্যাটরনিবলে মহঃ মিরজা মাহিবুদ্দিন-এর নামে নথীভুক্ত করা হইয়াছে। এখন হইতে সংশ্লিষ্ট রেশন দোকানের যাবতীয় কাজকর্ম ও লেন-দেনের দায়-দায়িত্ব মহঃ মিরজা মাহিবুদ্দিন-এর উপর বর্তাইবে।

১১/৬/৭৫ —মহঃ নূরুদ্দিন মিরজা
হরহরি

বন্দুকের বদলে বাঁশী

নিজস্ব সংবাদদাতা : মার খাওয়ার ভয়ে এবং ছিনতাইয়ের ভয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার একজন কনসটেবল রাইফেলের বদলে বাঁশী চাইছেন। কারণ বাঁশী বাজিয়ে মেজাজে ডিউটি দেওয়া হবে, প্রেম বিলানো হবে অথচ মার খাওয়ার ভয় থাকবে না। তবে এখন তাঁর সবচেয়ে ভয় খবরের কাগজের লোকেদের। কেন না, তাঁর বাঁশী-বাসনা খবরের কাগজে বেরিয়ে গেলে পুরুলিয়া বদলি করে দেওয়া হবে। আবার পুরুলিয়া রাইফেলের চেয়েও তাঁর কাছে নাকি আতঙ্কজনক! একই থানার একজন দারোগা সুযোগসুবিধা লাভের আশায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে নাম লেখাতে চান। আর একজন দারোগা রাজনৈতিক দলগুলির জ্বালায় অস্থির। তাঁর মতে ওনারা এত বিরক্ত করেন যে, স্বাধীনভাবে কাজ করা দায়। আবার ওনাদের কথা না শুনলেও বিপদ। এমন একটা ম্যাসেজ দিয়ে দেবেন মন্ত্রীকে, ব্যাস আর দেখতে হবে না—সাথে সাথে বদলি কিম্বা বরখাস্ত।

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ
ফোন—আর, জি, জি ১৯

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন
ডালকোলা (ফোন—৩৫)

এন ভি এফ-এর নাকাল

(২য় পৃষ্ঠার পর)

জীপগাড়ী হাঁকিয়ে চলে আসেন এখানে। তাঁরা মিটমাটের জন্য কংগ্রেসীদের অনুরোধ করলে এন ভি এফদের ছেড়ে দেওয়া হয়। খবরটি কাগজে যাতে বের না হয় তার জন্য সেখানে উপস্থিত জনৈক সাংবাদিককে একজন ছাত্রনেতা (যিনি নিজেকে সাচ্চাবাদী ও খবরের কাগজওয়ালাদের মিথ্যাবাদী মনে করেন) ও সুরারই থানার একজন দারোগা বারবার নিষেধ করেন।

অন্য এক খবরে প্রকাশ, দিন কয়েক আগে মিত্রপুর চেকপোসটে কয়েকজন ব্যাপারীর কাছ থেকে দু' কুইনটাল চাল আটক করা হয়। পরে মির্জাপুর বাজারে সেখানকার দু'জন হোমগারডকে দেখা যায় সেই চাল বিক্রী করতে। ব্যাপারীরা সেই সময় তাদের ধরে ফেলে মারধোরের ভয় দেখালে হোমগারডরা ব্যাপারীদের সমস্ত চাল ও ২৫ টাকা জরিমানা দিয়ে মিত্রপুর প্যাভিলিয়া.ন ফিরে যায়। গ্রামবাসীদের মতে, রমনা, মিত্রপুর প্রভৃতি গ্রামে বীরভূম পুলিশের অত্যাচার বাড়ছে।

আমি কি ডরাই সখা খবরের কাগজে ?

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হাসপাতাল থেকে এ্যামবুলেনস্ নাই বলে জানানো হলে তিন কর্তব্যরত ডাক্তারকে ডেকে দিতে বলেন। কোন ডাক্তার তখন হাসপাতালে ছিলেন না। তাই ডাক্তার নাই জানানো হলে তিনি নারস্‌দের কথা জিজ্ঞেস করেন। এবার কোন উত্তর না দিয়েই রিসিভার নামিয়ে রাখা হয়। সেই সময় কংগ্রেস সভাপতির কাছে এম এল এ হাবিবুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা আবার ফোন করে ষ্ট্রেচার পাঠাতে বলেন। হাসপাতাল থেকে প্রথমে জানানো হয় ষ্ট্রেচার নাই। তারপর জানানো হয় ষ্ট্রেচার আছে, লোক নাই। তখন এঁরা কয়েকজনকে পাঠিয়ে ষ্ট্রেচার আনান এবং সংকটাপন্ন রোগীকে হাসপাতালে পাঠান। এই ঘটনার পর আমি কয়েকবার ফোন করি। কিন্তু বারবার হাসপাতাল থেকে নো রিপলাই হয়।

এই হাসপাতালের দু'জন ডাক্তার ও তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকজন কর্মচারীর স্বেচ্ছাচারিতা ও সকলের সাথে দুর্ব্যবহারের জন্য দলমতনির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষ আজ ক্ষুব্ধ। এমন কি হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও ওঁদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার। সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত জঙ্গিপুর মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির সভায় ডাক্তার ও নারস্‌দের 'ঘৃন্য আচরণ' ও 'অন্যায় অত্যাচার'-এর মোকাবিলার শপথ গ্রহণ করা হয়। সাধারণ মানুষের মতে এ ধরনের 'ড্রাগনদের' সাথে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে সি এম ও এইচ কি রক্ত শোষণের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছেন না ?

বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সংবাদে খবরটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তারা সাংবাদিকদের উপর ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

পরবর্তী ঘটনা, যা এখনও জঙ্গিপুর সংবাদের পাঠকদের জানা হয়নি, তা এই রকম : আমরা ঘটনাস্থল গেলাম তদন্তে। জানতে পারলাম, পুলিশ যা জানে না একজন রিকসাওয়ালা তা জানে। জানে আরও অনেকে যাদের নাম আমরা সযত্নে সংরক্ষণ করেছি আমাদের ফাইলে। আর জানে নিহত অনিল সেখের আট বছরের দাদা আলি সেখ, যে ঘটনার সময় এক সাথে গোবর কুড়াচ্ছিল।

মহকুমা শাসক ডেকে পাঠালেন ওর বাবা সাজাহান সেখকে। জানতে চাইলেন, এস-ডি-ও'র গাড়ী তারা চিনল কেমন করে ? উত্তরে সাজাহান বললো, গ্যাশের লোকে এস-ডি-ও'র গাড়ী চিনবে না ! ঘটনার ক'দিন পর আমি দেখা ক'রে প্রশ্ন করেছিলাম মহকুমা শাসককে গাড়ী সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন কি ? উনি বলেন, না। সাজাহানকে কিছু সাহায্য দেবেন কি ? উনি বলেন, আবেদন করলে দিতে পারি। (২২ জানুয়ারী তিনি সাজাহানকে ৫১ টাকা সাহায্য দিয়েছেন)। সাজাহান এখনও পরেশান হচ্ছে বিচারের আশায়। সাত মাস ধরে 'বিচারের বাণী' যখন নীরবে নিভৃতে কাঁদছে তখন পুত্রহারা জননী নুরেসা বিবি কান্নাধরা গলায় আমার কাছে জানতে চাইছেন, আমার আঁচলের ধন যারা কেড়ে নিয়েছে তারা কি শাস্তি পাবে না বাপ ?

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১ জুলাই, ১৯৭৫

২/৭৪নং মনিজারী ডিঃ শ্রীনাহু মণ্ডল দেং শ্রীসীতানাথ মণ্ডল দাবি ১৩৫·০৫ পঃ থানা সুতী মৌজা সিধরী ২৮২ শতক জমির কাত ৫·৮২ পঃ তন্মধ্যে ৮৩ শতক জমির কাত পড়তা মত ১৲ আঃ ১০০৲ খং ৭৯৭ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া

বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬

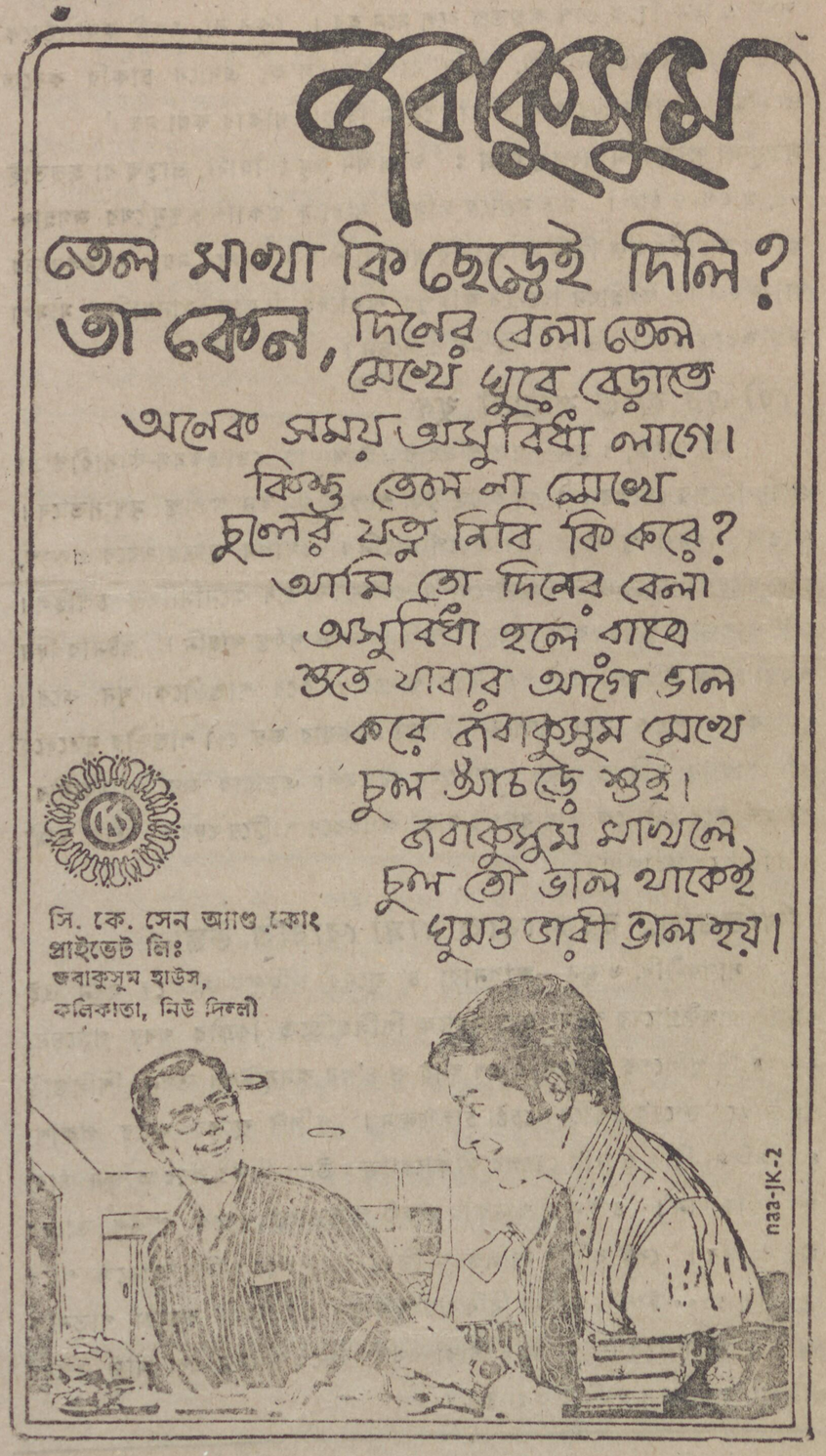

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬৭নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)